দৈনিক
ইনকিলাব

14 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

যেমন বাজেট চাই

শিক্ষাখাতে

শিক্ষা একটি দেশ ও জাতির মূল চালিকা শক্তি। শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার অর্থায়নে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শুধু কাগজে- কলমে থাকলেই হবে না বাস্তবায়নেও প্রমাণ করতে হবে যে, শিক্ষা সব চাইতে উৎপাদনশীল খাত। দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইলে উন্নতদেশের মতো শিক্ষা, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। দিন বদলের শ্লোগান নিয়ে ক্ষমতায় আসা বর্তমান সরকারের চতুর্থ বাজেট এটা। আগের তিনটা বাজেটের শিক্ষাখাতে বিশেষ কিছু সুবিধা রাখলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর কিছুদিন পরই সংসদে উপস্থাপন করা হবে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট। এরই মধ্যে বাজেট নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। বর্তমান সরকারের চতুর্থ বাজেটে শিক্ষাখাতকে কেমন দেখতে চান, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের কাছে। বাজেট নিয়ে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন- জুয়েল মাহমুদ

শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ দিতে হবে মোট জিডিপির ৩.৫ থেকে ৪ শতাংশ

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ
সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের মতো ছোট আয়তনের বিশাল জনসমষ্টির এই জনপদের জনসমূহকে মানবসম্পদে রূপান্তর করার মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে হবে অন্যদিকে তেমনি প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের মাধ্যমে উন্নত শিক্ষা প্রদান, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণায় ব্যাপক বিস্তার এবং জনসমষ্টির মধ্যে উন্নত জীবন বোধের প্রণোদনারও কোন বিকল্প নেই। এজন্য জাতিকে এর যথার্থ মূল্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষাখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সে কারণে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ দিতে হবে মোট জিডিপির ৩.৫ থেকে ৪ শতাংশ। আমরা যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব তারা মোট জিডিপির ৪ থেকে ৫ শতাংশ ব্যয় করছে। মালেশিয়া, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনের মতো দেশগুলো জিডিপির ৪ থেকে ৫ শতাংশ ব্যয় করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তারা আমাদের দেশ থেকে খুব যে উন্নত তা কিন্তু না। আমাদের মনে রাখতে হবে তারা পারলে আমরা কেন পারবো না। তাদের অনুকরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে কোন কোন সময় শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়েছে মোট জিডিপির ৪-৬ ভাগ। কিন্তু আমরা শিক্ষাখাতে ব্যয় করে থাকি জিডিপির ২ ভাগেরও কম। আগামী বাজেটে আমরা এর একটা প্রতিফলন আশা করি। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট, শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অন্তত পক্ষে জাতীয় উৎপাদনের ৩.৫ থেকে ৪ ভাগ বিনিয়োগ করা উচিত বলে আমি মনে করি। নইলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেখানেই ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

মোট বাজেটের ১৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া উচিত

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
সাবেক চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। গত অর্থ বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের প্রায় ১২ শতাংশ। যদিও শিক্ষাখাতে দরকার আরও বেশি তার পরেও আগামী বাজেটে আমরা মোট বাজেটের ১৫ শতাংশ আশা করি। শিক্ষার সকল সেক্টরে বরাদ্দের সুষম বণ্টনের পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ আগের থেকে বাড়াতে হবে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। শিক্ষানীতিতে শিক্ষাখাতে ২০ শতাংশ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে, এটা একবারে সম্ভব না হলেও আগামী বাজেটে ১৫ শতাংশে উন্নীত করা উচিত। স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনেরও উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল শিক্ষকদের আলাদা বেতন কাঠামো গঠন সে দিকে লক্ষ্য রেখে আগামী বাজেট প্রণয়ন করা উচিত।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা গবেষণা খাতে পাঁচ বছরের জন্য ৬৮০ কোটি টাকার ফান্ড করেছে বর্তমান সরকার। এটা আগে কখনো ছিল না। এই খাতে সরকারের উচিত বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করা। সার্বিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষাখাতকে পাশ কাটিয়ে কোনভাবেই দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাখাতে অবশ্যই ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধিরও কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হোক

অধ্যাপক সদরুল আমিন
ডীন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতির কারণেই শিক্ষাখাতে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেড়েছে যেমন সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো করবে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সরকারের তিনটা বাজেট চলে গেলেও তার বাস্তবায়নে কোন প্রদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করিনি। এবার ৪র্থ বাজেটে আমাদের প্রত্যাশা শিক্ষকদের আলাদা বেতন কাঠামোর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হবে। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দের কথা সব সরকারই বলে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তড়ভরের ফাঁকি। কেননা আমরা যদি এই সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্টদের উপর মাথাপিছু ভাগ করে দেই তখন দেখা যাবে কতো টাকা করে পাবে। শুধু পাশের হার আর জিপিএ-৫ বাড়লেই শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায় না। এর সাথে আরও অনেক জিনিস জড়িত সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন শিক্ষকদের দুরবস্থা। গ্রামের শিক্ষকদের তো আরও খারাপ অবস্থা। নেই ভাল ক্লাস রুম, সঠিক অবকাঠামোর অভাব সেখানে প্রচণ্ড। সরকারের উচিত শিক্ষকদের জন্য মিনিমাম একটা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। যাতে করে তারা সঠিকভাবে

পাঠদান করাতে পারে। গ্রামের শিক্ষা ও অবকাঠামোর জন্য আরও বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে আগামী বাজেটে। ঢাবিতে কেউ অনুদান দিলে যেমন তার কর মওকুফ করা হয়, সরকারের উচিত শিক্ষাখাতের সব সেক্টরে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকারকে বুঝতে হবে, শিক্ষা ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হোক, যাতে শিক্ষাখাতের সকল সমস্যার সমাধান হয়।